দৈনিক ইত্তেফাক ৮

তারিখ ১৩ JUL 1996
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

একটি শুভ উদ্যোগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার ব্যাপারে সকল ছাত্র সংগঠন ঐকমত্যে পৌঁছেছে এবং ক্যাম্পাস অস্ত্রমুক্ত রাখার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, এটা খুবই আশাব্যঞ্জক শুভ সংবাদ। এই প্রশংসনীয় উদ্যোগ ও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে এমন এক প্রেক্ষাপটে যখন একদিকে এইচএসসি পরীক্ষা নিয়ে গোলযোগ, অপর দিকে নানা কারণে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অস্থির অবস্থা—এ নিয়ে শিক্ষাবিদ, অভিভাবক ও সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। ঢাকার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ এবং ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র সংঘর্ষ অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। যে কোন মুহূর্তে এই অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসেও ছড়িয়ে পড়তে পারে—এমন আশঙ্কার কথাও উচ্চারিত হচ্ছিল। ঠিক সেই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ পরিষদ ক্যাম্পাসে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখার ব্যাপারে ছাত্র সংগঠনসমূহের মধ্যে ঐকমত্য সৃষ্টি করেছে। এই ঐকমত্য শুধু আকাংখিতই নয়, জাতির বৃহত্তর স্বার্থে অভিনন্দনযোগ্য।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে ১১ জুলাই অনুষ্ঠিত এই সভায় জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, ছাত্রলীগ (শা-পা), ছাত্রলীগ (কো-চু), ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্র মৈত্রী, ছাত্রফ্রন্ট-সহ সকল ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছেছে। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো হচ্ছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, হলসহ সকল ক্ষেত্রে কোন ছাত্র সংগঠন কোন অস্ত্রধারী বহিরাগতদের আশ্রয় দেবে না। বহিরাগত অস্ত্রধারীদের ব্যাপারে পুলিশ প্রশাসন কঠোর ও কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করবে। এসব সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে পুলিশের গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন ছাত্র সংগঠন কোন প্রকার বক্তব্য দিতে পারবে না।

ক্যাম্পাসে যদি কোন অবাঞ্ছিত ও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে, তা হলে ছাত্র নেতৃবৃন্দ পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে তা নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কোন ছোটখাট ঘটনায় যাতে বড় ধরনের গন্ডগোলের সূত্রপাত না ঘটে, সে বিষয়ে ছাত্র সংগঠনসমূহ তীক্ষ্ণ নজর রাখবে। এছাড়া ক্যাম্পাসে শিক্ষার স্বাভাবিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার জন্য সকল ছাত্র সংগঠন সব ধরনের কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করার এই উদ্যোগ গ্রহণ করার এবং এ ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছার জন্য আমরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও সকল ছাত্র সংগঠনকে মোবারকবাদ জানাই। আমরা আশা করি, দেশের প্রাচীনতম ও ঐতিহ্যবাহী সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগঠনসমূহ তাদের অঙ্গীকার পালন করে এদেশের ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নানা ধরনের গোলযোগের ফলে লেখাপড়া বন্ধ থাকে, পরীক্ষা পিছিয়ে যায়, সেশনজটের সৃষ্টি হয়, ছাত্র-অভিভাবকরা অভাবনীয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে এবং সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সহযোগিতার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজট প্রায় দূর হয়ে যাচ্ছিল। মাঝপথে তা খানিকটা বাধাগ্রস্ত হয়। ছাত্র সংগঠনসমূহ সহযোগিতা করলে আগামী শিক্ষা বছরের মধ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সেশনজট সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়ে যাবে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়তে পারবেন ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক মহল।

এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গোলযোগ ও সেশনজটের সৃষ্টি হওয়ায় বহু ছাত্রছাত্রী বিদেশে বিশেষ করে ভারতে পড়তে যাচ্ছে। এতে বিপুল অঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রা খরচ হচ্ছে। অথচ সামান্য দু একটা ক্ষেত্রের ব্যতিক্রম ছাড়া বাংলাদেশের শিক্ষার মান ভারত অপেক্ষা কোনক্রমেই খারাপ নয় বরং ভাল। এই অবস্থা ধরে রাখার দায়িত্ব আমাদের সকলের। সে কারণেই প্রয়োজন শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ। সে পরিবেশ নিশ্চিত করার ঐকমত্যে পৌঁছার জন্য আমরা পুনরায় সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। আর এটাই কাম্য ও প্রত্যাশিত যে, দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহেও শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ ও শান্তি বজায় রাখার লক্ষ্যে অনুরূপ উদ্যোগ নেয়া হবে। অস্ত্রমুক্ত ক্যাম্পাস ও শিক্ষার অনুকূল পরিবেশই হোক সবার লক্ষ্য ও কাম্য।